সত্য কী? - নম্বর চার

আপনার হৃদয় বিচলিত না হোক

Jeff Pippenger

2023-09-09

১৭৯৮ সালে মিলেরাইট ইতিহাসের সূচনায়, দানিয়েলের বইয়ে উলাই নদীর দর্শনের সিলমোহর খোলা হয়েছিল, যা জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটিয়ে উপাসকদের দুই শ্রেণিকে পরীক্ষা করে প্রকাশ করেছিল। উলাইয়ের এই দর্শনটি ঈশ্বরের জনগণের জন্য অভ্যন্তরীণ বার্তাকে উপস্থাপন করে, যেমনটি প্রকাশিত বাক্যের ২ ও ৩ অধ্যায়ে বর্ণিত সাতটি গির্জা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। ১৭৯৮ সালে শুরু হওয়া ভাববাদী ইতিহাসের অন্তে, ১৮৪৪ সালের ১২–১৭ আগস্ট এক্সেটার ক্যাম্প মিটিংয়ে, মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটির সিলমোহর খোলা হয়েছিল, যখন যিহূদা গোত্রের সিংহ তাঁর হাত একটি গোপন সত্য থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন; এর ফলে জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটেছিল, যা উপাসকদের দুই শ্রেণিকে পরীক্ষা করে প্রকাশ করেছিল।

১৯৮৯ সালে, যখন দানিয়েল পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম পদে বর্ণিত মতো সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিনিধিত্বকারী দেশসমূহ পোপতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা পরাভূত হয়ে ভেসে গিয়েছিল, তখন দানিয়েল পুস্তকের হিদ্দেকেল নদীর দর্শনের সীল খোলা হয়েছিল, যা জ্ঞানে বৃদ্ধি ঘটিয়ে উপাসকদের দুই শ্রেণিকে পরীক্ষা করে প্রকাশ করেছিল। হিদ্দেকেল নদীর দর্শন ঈশ্বরের জনগণের শত্রুদের বাহ্যিক বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের সাতটি সীল দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯৮৯ সালে শুরু হওয়া ভাববাদী ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে, ২০২৩ সালের জুলাই মাসের শেষ দুই সপ্তাহ থেকে, যিহূদার গোত্রের সিংহ এক গুপ্ত সত্যের ওপর থেকে তাঁর হাত সরিয়ে মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তার সীল খোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, যা জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, এবং যা ঈশ্বরের জনগণের মধ্যে উপাসকদের দুই শ্রেণিকে পরীক্ষা করছে ও শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করবে।

যোহনের চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথম পদে, খ্রিস্ট শিষ্যদের উৎসাহিত করেন যেন তাদের হৃদয় বিচলিত না হয়।

> তোমাদের হৃদয় বিচলিত না হোক; তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, আমাতেও বিশ্বাস করো। যোহন ১৪:১।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খ্রিস্ট গ্রেফতার হলেন এবং তার কিছু পরেই তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন, সমাধিস্থ হলেন এবং পুনরুত্থিত হলেন। পিতার কাছে আরোহণ করার পর তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে ফিরে এলেন।

> তারা যখন এভাবে কথা বলছিল, তখন যীশু নিজেই তাঁদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ‘তোমাদের শান্তি হোক।’ কিন্তু তারা ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে মনে করল যে তারা একটি আত্মা দেখেছে। তখন তিনি তাঁদের বললেন, ‘তোমরা কেন বিচলিত? আর তোমাদের হৃদয়ে কেন ভাবনা জাগে?’ লূক ২৪:৩৬-৩৮।

সংস্কারের ধারাবাহিকতায় প্রথম হতাশা ঘটে, যখন ঈশ্বরের লোকেরা পূর্বে প্রকাশিত কোনো সত্য ভুলে যায়। শিষ্যরা ভুলে গিয়েছিল যিশু তাদের কী বলেছিলেন—ক্রুশের সংকটকালে যখন তাদের ভয় ও হতাশা প্রকাশ পায়, তার এক সপ্তাহেরও কম আগে তিনি তা

বলেছিলেন। প্রথম হতাশার পর আসে এক অপেক্ষার সময়, যা দশ কুমারীর উপমায় বরের অনুপস্থিতি দ্বারা চিত্রিত হয়েছে। যিশু সরাসরি শিষ্যদের বলেছিলেন, তিনি তাঁর পিতার কাছে যাচ্ছেন, তবে আবার ফিরবেন। তিনি শিষ্যদের যে পূর্বজ্ঞান দিয়েছিলেন, তা তাদেরকে সেই সংকটে অভিভূত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি। দশ কুমারীর উপমার প্রেক্ষাপটে, সংকট হচ্ছে এমন এক অবস্থা যেখানে চরিত্র প্রকাশ পায়, কিন্তু কখনও গড়ে ওঠে না। যিশু শিষ্যদের নির্বাচন ও অভিষিক্ত করেছিলেন, এবং সেই সত্যটিই তিনি সংকটের আগেই তাদের বলেছিলেন।

> তোমরা আমাকে বেছে নিওনি, কিন্তু আমি তোমাদের বেছেছি এবং তোমাদের নিযুক্ত করেছি, যাতে তোমরা গিয়ে ফল বহন করো এবং তোমাদের ফল স্থায়ী থাকে; যাতে তোমরা আমার নামে পিতার কাছে যা কিছুই চাইবে, তিনি তা তোমাদের দেন। যোহন ১৫:১৬।

তবুও, নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও, তা তাদেরকে সংকটে পর্যুদস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

> সঙ্কটে চরিত্র প্রকাশ পায়। যখন মধ্যরাতে গম্ভীর কণ্ঠ ঘোষণা করল, 'দেখ, বর আসছেন; তাঁকে অভ্যর্থনা করতে বেরিয়ে পড়ো,' তখন ঘুমন্ত কুমারীরা নিদ্রা থেকে জেগে উঠল, এবং দেখা গেল কে এই ঘটনার জন্য প্রস্তুতি করেছিল। উভয় পক্ষই অপ্রত্যাশিতভাবে ধরা পড়েছিল, কিন্তু এক পক্ষ ছিল জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত, আর অন্য পক্ষ পাওয়া গেল প্রস্তুতহীন। পরিস্থিতি চরিত্রকে প্রকাশ করে। সঙ্কট চরিত্রের প্রকৃত মজবুতি প্রকাশ করে। হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিত কোনো বিপর্যয়, শোক বা সঙ্কট, কোনো অপ্রত্যাশিত অসুস্থতা বা যন্ত্রণা—এমন কিছু যা আত্মাকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করায়—চরিত্রের অন্তরের প্রকৃত রূপটাই উন্মোচিত করবে। প্রকাশ পাবে ঈশ্বরের বাণীর প্রতিশ্রুতিতে প্রকৃত কোনো বিশ্বাস আছে কি নেই। প্রকাশ পাবে আত্মা অনুগ্রহে স্থিত রয়েছে কি না, প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে তেল আছে কি না।
>
> পরীক্ষার সময় সবারই আসে। ঈশ্বরের পরীক্ষা ও যাচাইয়ের অধীনে আমরা নিজেদের কীভাবে পরিচালনা করি? আমাদের প্রদীপগুলো কি নিভে যায়? নাকি আমরা এখনও সেগুলো জ্বালিয়ে রাখি? যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ, তাঁর সঙ্গে আমাদের সংযোগের মাধ্যমে কি আমরা প্রত্যেকে জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত? পাঁচ জ্ঞানী কুমারী তাদের চরিত্র পাঁচ মূর্খ কুমারীদের দিতে পারেননি। চরিত্র আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে গড়ে তুলতে হয়। Review and Herald, October 17, 1895.

প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের প্রথম পদগুলিতে যিশু খ্রিস্টের যে প্রকাশের কথা বলা হয়েছে, তা গির্জার প্রতি এবং তারপর সমগ্র বিশ্বের প্রতি চূড়ান্ত সতর্কবার্তা। সেই প্রকাশ অনুগ্রহের সময়ের অবসানের ঠিক আগে যিহূদা গোত্রের সিংহের দ্বারা উন্মুক্ত করা হয়, যিনি প্রকাশিত বাক্যের পঞ্চম অধ্যায়ে মোহরবদ্ধ পুস্তকটি খুলতে একমাত্র যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

> আর প্রবীণদের মধ্যে একজন আমাকে বললেন, কেঁদো না; দেখ, যিহূদা গোত্রের সিংহ, দাউদের মূল, পুস্তকটি খুলিবার এবং তাহার সাতটি সীলমোহর খোলিবার জন্য জয়লাভ করিয়াছে। প্রকাশিত বাক্য ৫:৫।

যিহূদা গোত্রের সিংহই 'দাউদের মূল'; তিনিই 'দাউদের পুত্র'; এবং তিনিই দাউদের প্রভুও। যিহূদা গোত্রের সিংহরূপে নির্দেশিত সংযোগটি দেখায় যে, যখন যিহূদা গোত্রের সিংহ

কোনো সত্যকে সীলমোহর করেন বা সেই সত্যের সীলমোহর খোলেন, তিনি 'প্রথম উল্লেখের নীতি' প্রয়োগ করেই তা করেন—যে নীতিটি কোনো বিষয়ের শুরু দ্বারা সেই বিষয়ের শেষকে চিহ্নিত করে; এবং এটি যীশুর 'দাউদের মূল' পরিচয়ে প্রতিফলিত। যখন শেষকালের 'এক' সময়ে কোনো সত্যের সীলমোহর খোলা হয়, তখন দানিয়েলে গ্রন্থের বারো অধ্যায়ে যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, একটি শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়।

> যিহূদা গোত্রের সিংহই পুস্তকের সীলমোহর খুলছিলেন এবং যোহনকে এই শেষ দিনগুলোতে কী ঘটবে তার উদ্ঘাটন দিয়েছিলেন। দানিয়েল তাঁর নির্ধারিত স্থানে তাঁর সাক্ষ্য বহন করতে দাঁড়িয়েছিলেন, যা শেষ সময় পর্যন্ত সীলমোহর করা ছিল, যখন প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা আমাদের পৃথিবীতে ঘোষিত হবে। এই বিষয়গুলো এই শেষ দিনগুলোতে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু যখন 'অনেকে শুদ্ধ হবে, শুভ্র করা হবে এবং পরীক্ষিত হবে', তখন 'দুষ্টেরা দুষ্টতাই করবে; এবং দুষ্টদের কেউই বুঝবে না।' ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ১৮, ১৪, ১৫।

যিহূদা গোত্রের সিংহ হিসেবে যীশুর কাজ অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু 'কেউই' 'দুষ্টরা বুঝবে' না তাঁর কাজ বা সিলমোহর খোলা বার্তাটি।

> তিনি বললেন, যাও তোমার পথে, দানিয়েল; কারণ বাক্যগুলো শেষ সময় পর্যন্ত বন্ধ ও সিল করা থাকবে। অনেকেই শুদ্ধ হবে, শুভ্র হবে, এবং পরীক্ষিত হবে; কিন্তু দুষ্টরা দুষ্টতাই করবে; এবং দুষ্টদের কেউই বুঝবে না; কিন্তু জ্ঞানীরা বুঝবে। দানিয়েল ১২:৯, ১০।

পরীক্ষার প্রক্রিয়াটি তিনটি ধাপে উপস্থাপিত হয়েছে; "পরিশুদ্ধ, শুভ্র করা, এবং পরীক্ষিত।" এই তিনটি ধাপ "চিরন্তন সুসমাচার"-এর তিনটি ধাপকেই উপস্থাপন করে, যা প্রথম স্বর্গদূতের বার্তায় এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে: ঈশ্বরকে ভয় কর (পরিশুদ্ধ), তাঁকে মহিমা দাও (শুভ্র করা), কারণ তাঁর বিচার করার সময় এসে গেছে (পরীক্ষিত)। ঐ তিনটি ধাপই 'সত্য', যা হিব্রু বর্ণমালার প্রথম, ত্রয়োদশ এবং শেষ বর্ণ দ্বারা উপস্থাপিত; এবং যখন ঐ বর্ণগুলো সেই ক্রমে একত্রিত করা হয়, তখন হিব্রু ভাষায় "সত্য" শব্দটি গঠিত হয়।

ঐ তিনটি ধাপই 'পথ'; কারণ আসাফের মতে (গীতসংহিতা ৭৭:১৩), ঈশ্বরের পথ পবিত্রস্থানে—যেখানে প্রাঙ্গণে একজন পাপী রক্তপাতের মাধ্যমে শুদ্ধ হয়। এরপর সেই রক্ত পবিত্র স্থানে নেওয়া হয়, যা পবিত্রীকরণের প্রতীক—অর্থাৎ 'শুভ্র করা'র প্রক্রিয়া।

> আর প্রবীণদের একজন উত্তর দিয়ে আমাকে বললেন, এই সাদা বস্ত্র পরিহিতেরা কারা? আর তারা কোথা থেকে এসেছে? আমি তাঁকে বললাম, মহাশয়, আপনি জানেন। তিনি আমাকে বললেন, এরা মহা ক্লেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে, এবং তারা নিজেদের বস্ত্র মেষশাবকের রক্তে ধুয়ে সেগুলো শুভ্র করেছে। প্রকাশিত বাক্য ৭:১৩, ১৪।

তখন ন্যায়বিচারপ্রাপ্ত ও পবিত্রীকৃত পাপী সেই বিচারপ্রক্রিয়ায় "বিচারিত" হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, যা অন্তঃপবিত্র স্থান দ্বারা প্রতীকিত। যীশুই "পথ", "সত্য" এবং "জীবন"। পথ হলো শুরু, সত্য হলো মধ্যভাগ, আর জীবন হলো শেষ। যদি আমরা প্রথম ধাপে শুদ্ধ হই, তবে আমরা পথে আছি, যা ন্যায়বিচারপ্রাপ্তদের পথ।

> কিন্তু ধার্মিকের পথ উজ্জ্বল আলোর মতো, যা পূর্ণ দিবস পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে আরও উজ্জ্বল হয়। নীতিবচন ৪:১৮।

দ্বিতীয় ধাপটি হলো ধার্মিকতার প্রকাশ, যা তাঁর সত্যের দ্বারা সম্পন্ন হয়, কারণ তাঁর বাক্যই সত্য।

> তোমার সত্যের দ্বারা তাদের পবিত্র কর; তোমার বাক্য সত্য। যোহন ১৭:১৭।

ধাপ এক ধার্মিক সাব্যস্তদের প্রতিনিধিত্ব করে, ধাপ দুই পবিত্রকৃতদের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম দুই ধাপ ধার্মিক সাব্যস্ত ও পবিত্রকৃতদের বিচারে প্রবেশ করতে এবং অনন্ত জীবন লাভ করতে প্রস্তুত করে। যীশুই পথ, সত্য ও জীবন।

> অন্তরের ধার্মিকতার সাক্ষ্য মেলে বাহ্যিক ধার্মিকতায়। যিনি অন্তরে ধার্মিক, তিনি কঠোরহৃদয় ও অসহানুভূতিশীল নন; বরং দিন দিন তিনি খ্রিস্টের স্বরূপে পরিণত হন, শক্তি থেকে শক্তিতে অগ্রসর হন। যিনি সত্যের দ্বারা পবিত্রীকৃত হচ্ছেন তিনি আত্মসংযমী হবেন, এবং খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন, যতক্ষণ না অনুগ্রহ মহিমায় বিলীন হয়। যে ধার্মিকতার দ্বারা আমরা ধার্মিক গণ্য হই তা আরোপিত; যে ধার্মিকতার দ্বারা আমরা পবিত্রীকৃত হই তা অর্পিত। প্রথমটি আমাদের স্বর্গের অধিকার, দ্বিতীয়টি আমাদের স্বর্গের উপযুক্ততা। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ৪ জুন, ১৮৯৫।

যোহনের সুসমাচারের চৌদ্দ থেকে সতেরো অধ্যায় পর্যন্ত, খ্রিষ্ট যখন তাঁদের ছেড়ে তাঁর পিতার কাছে যেতে যাচ্ছেন, তখন শিষ্যদের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি বারবার আলোচিত হয়েছে। তিনি ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দেন, এবং তিনি বুঝতেন (যদিও শিষ্যরা বুঝত না) যে শীঘ্রই আসন্ন সংকটটি গভীর হতাশা সৃষ্টি করবে। এই চারটি অধ্যায়জুড়ে পবিত্র আত্মাকে "সান্ত্বনাকারী" হিসেবে চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যোহনের সুসমাচারে পবিত্র আত্মাকে চারবার "সান্ত্বনাকারী" বলা হয়েছে, এবং একবার প্রথম যোহনের পত্রে—তবে সেখানে শব্দটি "অধিবক্তা" হিসেবে অনূদিত হয়েছে। নতুন নিয়মে আর কোথাও এটি পাওয়া যায় না।

পুরাতন নিয়মে একটি হিব্রু শব্দ আছে, যা উপদেশক চার অধ্যায়ের প্রথম পদে এবং বিলাপ প্রথম অধ্যায়ের নবম ও ষোড়শ পদে ‘সান্ত্বনাকারী’ হিসেবে অনূদিত হয়েছে। ঐ তিনটি উল্লেখে বলা হয়েছে যে অত্যাচারীরা ঈশ্বরের লোকদের ওপর অত্যাচার করছে, আর তারা যে দুর্দশা ও হতাশার মধ্যে রয়েছে, সেখানে তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কোনো সান্ত্বনাকারী নেই।

পবিত্র আত্মাকে “সান্ত্বনাকারী” হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেই অংশে, যেখানে যিশু শিষ্যদেরকে কেবল কয়েক ঘণ্টা পরেই সামনে আসতে থাকা মহা হতাশার জন্য প্রস্তুত করতে চাইছেন। সেই প্রেক্ষাপটে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতেও পবিত্র আত্মা উপস্থিত থাকবেন তাদের সান্ত্বনা দিতে। সান্ত্বনাকারীর প্রেক্ষিতে পবিত্র আত্মাকে পরিচয় করাতে গিয়ে, যিশু সান্ত্বনাকারী যে কাজ সম্পন্ন করবেন তার বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্দিষ্ট করে দেন।

যিশুর তাঁর প্রস্থান ও প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে বারবার উল্লেখ, অংশটির মূল বিষয়ের বিচারে সেই বিষয়টিকেই তালিকার শীর্ষে স্থান দেয়।

যোহন 14:2-4, 18, 19, 28, 16:5-7, 10, 28, 17:11-13 হলো এমন পদসমূহ যা দশ কুমারীর দৃষ্টান্তে বিলম্বকালকে সরাসরি আলোচ্য করে। পূর্বোক্ত পদগুলোর সঙ্গে নিম্নলিখিত অংশটিও অন্তর্ভুক্ত, যা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে বিলম্বকালকে জোর দিয়ে তুলে ধরে, কারণ

“প্রভু যে বিষয়গুলির বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই, সেগুলো পুনরাবৃত্তি করেন না।”

> অল্পক্ষণ পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; আবার অল্পক্ষণ পরে তোমরা আমাকে দেখবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। তখন তাঁর কয়েকজন শিষ্য নিজেদের মধ্যে বলল, তিনি আমাদের কী বলছেন—‘অল্পক্ষণ, আর তোমরা আমাকে দেখবে না; আবার অল্পক্ষণ, আর তোমরা আমাকে দেখবে’; আর, ‘কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি’? তাই তারা বলল, তিনি যে ‘অল্পক্ষণ’ বলছেন, তার মানে কী? তিনি কী বলছেন, আমরা বুঝতে পারছি না। যীশু জানতেন যে তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাইছিল, এবং তিনি তাদের বললেন, আমি যা বলেছি—‘অল্পক্ষণ, আর তোমরা আমাকে দেখবে না; আবার অল্পক্ষণ, আর তোমরা আমাকে দেখবে’—এ নিয়ে কি তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছ? আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা কাঁদবে ও শোক করবে, কিন্তু জগৎ আনন্দ করবে; তোমাদের দুঃখ হবে, কিন্তু তোমাদের সেই দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে। প্রসববেদনায় থাকা এক নারী দুঃখ পায়, কারণ তার সময় এসে গেছে; কিন্তু সন্তান জন্ম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আর সেই যন্ত্রণাকে স্মরণ করে না, কারণ জগতে একটি মানুষ জন্মেছে—এই আনন্দে। আর এখন তোমরাও দুঃখিত; কিন্তু আমি আবার তোমাদের দেখা করব, আর তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে, এবং তোমাদের সেই আনন্দ কেউ তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। যোহন ১৬:১৬-২২।

চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ অধ্যায়ে অন্তত একুশটি পদ সেই সময়কাল চিহ্নিত করে, যখন শিষ্যদের খ্রিস্টের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সেই সময়কাল খ্রিস্টের মৃত্যুর সঙ্গে শুরু হয়ে পিতার কাছ থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত চলবে। তাঁর ফিরে আসার জন্য তাদের যে অপেক্ষার সময় ছিল, তা দশ কুমারীর উপমায় বর্ণিত বিলম্বকালকে প্রতীকায়িত করে। লূকের বর্ণনায় ইমাউসের শিষ্যদের ঘটনার মতোই, ক্রুশের হতাশা ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে প্রথম হতাশার পরবর্তী বিলম্বকালের সূচনাকে প্রতীকরূপে নির্দেশ করে।

বাইবেলের প্রথম গ্রন্থের প্রারম্ভিক অংশে আমরা সৃষ্টির কাহিনি পাই এবং স্বর্গীয় ত্রয়ীর তিন ব্যক্তিকে চিনতে পারি। বাইবেলের শেষ গ্রন্থের প্রারম্ভিক অংশেও আমরা স্বর্গীয় ত্রয়ীর তিন ব্যক্তিকে পাই। আমরা যে চারটি অধ্যায় বিবেচনা করছি, তাতেও আমরা স্বর্গীয় ত্রয়ীর তিন ব্যক্তিকে পাই। এই সত্যটি স্বীকার করলে আমরা যোহনের চারটি অধ্যায়কে উৎপত্তি অধ্যায় ১ পদ ১ থেকে অধ্যায় ২ পদ ৩ পর্যন্ত এবং প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় ১ পদ ১ থেকে ১১ পর্যন্তের ভাববাণীমূলক ধারার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি।

উক্ত অংশে যীশু থমাসকে বলেন, কেউ যদি যীশুকে দেখে থাকে, তবে সে পিতাকে দেখেছে। উক্ত অংশে আরও বলা হয়েছে যে খ্রিষ্ট তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে শিষ্যদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি যখন বিদায় নেবেন, তখন তিনি "আরেকজন" "সান্ত্বনাদাতা" পাঠাবেন। পবিত্র আত্মাই সেই সান্ত্বনাদাতা, তবে খ্রিষ্টও সান্ত্বনাদাতা ছিলেন।

> যদি তোমরা আমাকে চিনতে, তবে আমার পিতাকেও চিনতে; আর এখন থেকে তোমরা তাঁকে চেন এবং তাঁকে দেখেছ। ফিলিপ তাঁকে বলল, প্রভু, আমাদের পিতাকে দেখান, তাহলেই আমাদের যথেষ্ট। যীশু তাকে বললেন, আমি কি এতদিন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তবু কি তুমি আমাকে চেনো না, ফিলিপ? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকে দেখেছে; তাহলে তুমি কেন বলছ, ‘আমাদের পিতাকে দেখান’? যোহন ১৪:৭–৯।

থমাস অ্যাডভেন্টবাদে তাদের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা স্বর্গীয় ত্রয়ীর সম্পর্কের সাক্ষ্যকে স্বীকার করতে অস্বীকার করে, যদিও তারা সম্ভবত বারবার সেই সত্যকে সমর্থনকারী

সাক্ষ্যসমূহ পড়ছে।

> আর আমি পিতার কাছে প্রার্থনা করব, এবং তিনি তোমাদের আরেকজন সান্ত্বনাদাতা দেবেন, যাতে তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; অর্থাৎ সত্যের আত্মা; যাকে জগৎ গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখে না, জানেও না; কিন্তু তোমরা তাঁকে জানো; কারণ তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকেন, এবং তোমাদের মধ্যে থাকবেন। আমি তোমাদের অনাথ করে রেখে যাব না; আমি তোমাদের কাছে আসব। আর অল্প সময়, তখন জগৎ আমাকে আর দেখবে না; কিন্তু তোমরা আমাকে দেখবে; কারণ আমি জীবিত, তোমরাও জীবিত থাকবে। যোহন ১৪:১৬-১৯।

যদি আমরা যিশুকে দেখে থাকি, তবে আমরা পিতাকে দেখেছি। যিশুই "সান্ত্বনাকারী" এবং পবিত্র আত্মা হলেন "আরেকজন সান্ত্বনাকারী"। যদি আমরা যিশুকে দেখে থাকি, তবে আমরা পিতাকে দেখেছি এবং সান্ত্বনাকারীকেও দেখেছি। বাইবেলে "সান্ত্বনাকারী" শব্দটি পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে; এই পাঁচবারই শব্দটি প্ররেতি যোহন ব্যবহার করেছেন। পঞ্চম উল্লেখে শব্দটি "অধিবক্তা" হিসেবে অনূদিত হয়েছে।

> হে আমার প্রিয় সন্তানগণ, তোমরা যেন পাপ না করো, এজন্য আমি এই বিষয়গুলি তোমাদের লিখছি। আর যদি কেউ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের একজন পক্ষসমর্থক আছেন, ধার্মিক যীশু খ্রিস্ট। ১ যোহন ২:১.

যদি কেউ পাপ করে, তবে আমাদের একজন সান্ত্বনাকারী আছেন, ধার্মিক যীশু খ্রিস্ট। অধিবক্তা হলেন সহৈজন, যিনি পাপীর পক্ষে মধ্যস্থতা করেন। পৌল যীশুর কাজকে আমাদের অধিবক্তা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

> কে আছে যে দণ্ডদান করে? খ্রীষ্ট, যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন—বরং যিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন—তিনি ঈশ্বরের ডান দিকে আছেন, এবং তিনিই আমাদের জন্যও মধ্যস্থতা করেন। রোমীয় ৮:৩৪।

যীশু পাপীদের উকিল, যার মধ্যে এই কথাটিও অন্তর্ভুক্ত যে তিনি সান্ত্বনাকারী। একই অধ্যায়ে পৌল আগেই বলেছেন যে পবিত্র আত্মাও আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করেন।

> তদ্রূপ আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় সহায়তা করেন; কারণ আমরা যেমন প্রার্থনা করা উচিত, তেমনভাবে কী জন্য প্রার্থনা করব তা জানি না; কিন্তু আত্মা স্বয়ং আমাদের জন্য এমন আর্তনাদে মধ্যস্থতা করেন যা উচ্চারণ করা যায় না। আর যিনি হৃদয় পরীক্ষা করেন তিনি জানেন আত্মার মনোভাব কী, কারণ তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী পবিত্রদের জন্য মধ্যস্থতা করেন। রোমীয় ৮:২৬, ২৭।

যিশু এবং পবিত্র আত্মা উভয়ই সান্ত্বনাকারী হিসেবে পরিচিত, তাই তারা উভয়ই আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করেন এমন উকিল। আমরা যে যোহনের অংশটি বিবেচনা করছি, সেখানে স্বর্গীয় ত্রয়ীর তিন ব্যক্তিই উপস্থাপিত; এবং এটিকে বাইবেলের প্রথম বইয়ের প্রারম্ভিক সাক্ষ্য ও শেষ বইয়ের প্রারম্ভিক সাক্ষ্যের সঙ্গে একত্রে আনলে, ঈশ্বরত্বের তিন ব্যক্তির সম্পর্ক ও কার্য সম্পর্কে যে আলো রয়েছে, তা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

> পিতাকে পার্থিব জিনিস দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। পিতা হলেন ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতভাবে, এবং তিনি মরণশীল দৃষ্টির কাছে অদৃশ্য। পুত্র হলেন ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতার প্রকাশ। ঈশ্বরের বাক্য তাঁকে 'তাঁর স্বরূপের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি' বলে ঘোষণা করে। 'কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন ভালোবাসলেন যে তিনি তাঁর একমাত্র জন্মিত

> পুত্রকে দিলেন, যাতে যে কেউ তাঁর প্রতি বিশ্বাস করে সে নাশ না হয়, বরং অনন্ত জীবন পায়।’ এখানেই পিতার ব্যক্তিসত্তা প্রকাশিত হয়েছে।
>
> খ্রিস্ট স্বর্গে আরোহণ করার পর যাকে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই সান্ত্বনাকারী হলেন ঈশ্বরত্বের সমগ্র পূর্ণতায় আত্মা; তিনি খ্রিস্টকে ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করে ও বিশ্বাস করে এমন সকলের কাছে ঐশ্বরিক অনুগ্রহের শক্তি প্রকাশ করেন। স্বর্গীয় ত্রয়ীতে তিনজন জীবন্ত ব্যক্তি আছেন। এই তিন শক্তির নামে—পিতা, পুত্র, এবং পবিত্র আত্মা—যারা জীবন্ত বিশ্বাসে খ্রিস্টকে গ্রহণ করে তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে; এবং খ্রিস্টে নতুন জীবন যাপনের প্রচেষ্টায় স্বর্গরাজ্যের আজ্ঞাপালক প্রজাদের সঙ্গে এই শক্তিগুলি সহযোগিতা করবে।
>
> পাপীর করণীয় কী?—খ্রিষ্টে বিশ্বাস করা। সে খ্রিষ্টের সম্পত্তি; ঈশ্বরের পুত্রের রক্ত দিয়ে তাকে ক্রয় করা হয়েছে। পরীক্ষা ও ক্লেশের মাধ্যমে ত্রাণকর্তা মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। তাহলে পাপ থেকে রক্ষা পেতে আমাদের কী করা উচিত?—প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে পাপক্ষমাকারী ত্রাণকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করা। যে তার পাপ স্বীকার করে এবং হৃদয় নম্র করে, সে ক্ষমা পাবে। যিশু অনন্ত ঈশ্বরের একলৌকিক পুত্র যেমন, তেমনি তিনি পাপক্ষমাকারী ত্রাণকর্তাও। পাপমোচনপ্রাপ্ত পাপী যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে—যিনি আমাদের পাপ থেকে মুক্তিদাতা—ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়। পবিত্রতার পথে স্থির থাকলে, সে ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন থাকে। তখন তার কাছে আসে পরিপূর্ণ পরিত্রাণ, আনন্দ ও শান্তি, এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত সত্য জ্ঞান।
>
> যিশু খ্রিষ্টের প্রায়শ্চিত্তের রক্তের প্রতি বিশ্বাসই ক্ষমার নিশ্চয়তা। খ্রিষ্ট সমস্ত পাপ ধুয়ে-মুছে দিতে পারেন। প্রতিদিন সেই শক্তির ওপর সরল আস্থা মানুষকে তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা দেবে, যাতে সে বুঝতে পারে এই শেষ দিনগুলোতে কী আত্মাকে পাপের দাসত্ব থেকে রক্ষা করবে। বিশ্বাস ও প্রার্থনার মাধ্যমে, খ্রিষ্ট-জ্ঞান দ্বারা, সে নিজের পরিত্রাণ সাধন করবে।
>
> পবিত্র আত্মা সত্যকে চিনিয়ে দেন এবং আমাদের সমগ্র সত্যের মধ্যে পরিচালিত করেন। ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন, যাতে যে-কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয় বরং অনন্ত জীবন পায়। খ্রিষ্ট পাপীর ত্রাণকর্তা। খ্রিষ্টের মৃত্যুর দ্বারা পাপী মুক্তি পেয়েছে। এটাই আমাদের একমাত্র আশা। যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করি এবং খ্রিষ্টের সদ্গুণাবলী চর্চা করি, তবে আমরা অনন্ত জীবনের পুরস্কার লাভ করব।
>
> "‘যে পুত্রের প্রতি বিশ্বাস করে, তার পিতাও আছে।’ যিনি পিতা ও পুত্রের প্রতি নিরন্তর বিশ্বাস রাখেন, তিনি পবিত্র আত্মাকেও লাভ করেন। পবিত্র আত্মা তাঁর সান্ত্বনাদাতা, এবং তিনি কখনও সত্য থেকে বিচ্যুত হন না।" বাইবেল ট্রেনিং স্কুল, ১ মার্চ, ১৯০৬।

স্বর্গীয় ত্রয়ীর কাজ ও সম্পর্ক সম্পর্কে যে অতিরিক্ত আলোকপ্রাপ্তি আছে, তার বাইরেও, উক্ত অংশে স্বর্গীয় ত্রয়ীর পরিচয় এই সাক্ষ্য দেয় যে এই চারটি অধ্যায়কে সেই বার্তার সাথে সামঞ্জস্যে আনতে হবে, যা এখন যিহূদার গোত্রের সিংহ দ্বারা মোহর খুলে উন্মোচিত হচ্ছে।

ইম্মাউসের শিষ্যদের কাহিনির সাক্ষ্যটি তিনটি পৃথক সাক্ষ্যের প্রতিনিধিত্ব করে, যা চিহ্নিত করে যে ক্রুশবিদ্ধতার পর যে হতাশা ও প্রতীক্ষার সময় এসেছিল, তা প্রথম হতাশার

পরবর্তী হতাশা ও প্রতীক্ষার সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে। আরও একটি সাক্ষ্য রয়েছে, যা সমর্থন করে যে যোহনের চারটি অধ্যায়ে উপস্থাপিত ইতিহাসটি প্রথম হতাশার পরিস্থিতির প্রতিনিধিত্ব করে।

ঈশ্বরের বাক্যে উল্লিখিত প্রথম সত্য যে সৃষ্টি-বর্ণনা, তার শেষ পদটি তিনটি শব্দ দিয়ে সমাপ্ত হয়; এবং সেই তিনটি শব্দের প্রতিটির শুরু হয় 'truth' শব্দটি গঠনে ব্যবহৃত তিনটি অক্ষরের একটির দিয়ে, এবং তারা সঠিক ক্রমেই আসে। জেনেসিসে সৃষ্টি-বর্ণনা শুরু হয়েছে 'আদিকালে' কথাগুলো দিয়ে এবং শেষ হয়েছে এই তিনটি শব্দ দিয়ে— 'ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন এবং নির্মাণ করলেন'।

ওই তিনটি শব্দের প্রথম অক্ষরগুলো একত্র করলে 'সত্য' শব্দটি গঠিত হয়। সৃষ্টি-বৃত্তান্ত 'আদি' দিয়ে শুরু হয় এবং শেষ হয় সেই শব্দে, যা আলফা ও ওমেগাকে নির্দেশকারী অক্ষর দ্বারা প্রতীকায়িত। তেমনই, বাইবেলের শেষ গ্রন্থের প্রারম্ভিক অংশে যিশুকে দু'বার আলফা ও ওমেগা, আদি ও অন্ত, প্রথম ও শেষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আলফা ও ওমেগাকে প্রতিনিধিত্বকারী ওই তিনটি অক্ষর আরও এক সাক্ষ্য দেয় যে যোহনের সুসমাচারের ওই অংশটিকে আদিপুস্তকের সূচনায় থাকা ভাববাদী বাণীর সঙ্গে এবং প্রকাশিত বাক্যের সূচনায় থাকা ভাববাদী বাণীর সঙ্গে একত্রিত করতে হবে। সেই সাক্ষ্যটি সান্ত্বনাকারীর কাজের বর্ণনার মধ্যেই স্বীকৃত। সান্ত্বনাকারীর কাজ হল ঐ একই তিনটি হিব্রু অক্ষর দ্বারা প্রতীকায়িত তিন-ধাপের কাজ। আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর আমাদেরকে এই চারটি অধ্যায়কে যিশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্যের সেই বার্তার প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে সক্ষম করে, যা অনুগ্রহকাল সমাপ্ত হওয়ার ঠিক আগে মোহর খোলা হয়।

সাতটি বজ্রধ্বনি চারটি নির্দিষ্ট মাইলফলক (সময়ের বিন্দু) এবং তিনটি নির্দিষ্ট সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা শুরু হয় সেই মাইলফলক দিয়ে যেখানে এক স্বর্গদূত অবতরণ করেন, যিনি তাঁর মহিমা দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করবেন। সেই মাইলফলকটি ছিল একটি নির্দিষ্ট সময়বিন্দু। দ্বিতীয় মাইলফলক (সময়ের বিন্দু) হলো প্রথম হতাশা, যা প্রতীক্ষাকালের সূচনা করে। প্রতীক্ষাকাল তৃতীয় মাইলফলক (সময়ের বিন্দু)-এ নিয়ে যায়, যেখানে একটি সত্য উন্মোচিত হয় এবং তা একটি আন্দোলনের জন্ম দেয়। আন্দোলনটি চতুর্থ মাইলফলক (সময়ের বিন্দু)-এ সমাপ্ত হয়, যা বিচাররূপে প্রতীকায়িত। ঐ চারটি মাইলফলক ও তিনটি সময়কাল—প্রতিটিই একটি করে বজ্রধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে, মোট সাতটি বজ্রধ্বনি। এগুলো একটি চার-তিনের সমন্বয়কেও নির্দেশ করে।

পূর্বের প্রবন্ধগুলোতে আমরা দেখিয়েছি যে সাতটি কলিসিয়া, সাতটি সীলমোহর ও সাতটি তূর্য সম্পর্কে অগ্রদূতদের বোঝাপড়া একটি 'চার-তিনের সংমিশ্রণ'-কে স্বীকৃতি দেয়। প্রথম চারটি কলিসিয়া, সীলমোহর ও তূর্য শেষের তিনটি কলিসিয়া, সীলমোহর ও তূর্য থেকে পৃথক। সাতটি বজ্রধ্বনি চারটি মাইলফলকের প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু সেই চারটি মাইলফলকের মধ্যে আছে তিনটি সময়কাল। প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে 'চার ও তিন'-এর ঐশ্বরিক সংমিশ্রণ তিন সাক্ষী (কলিসিয়া, সীলমোহর ও তূর্য)-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সেই সাক্ষীরা প্রকাশিত বাক্যের সাতটি বজ্রধ্বনির 'চার ও তিন' সংমিশ্রণের প্রামাণ্যতার সাক্ষ্য দেয়।

তবুও সাতটি বজ্রধ্বনি দ্বারা উপস্থাপিত ইতিহাসের ধারার ভেতরে আরও একটি গোপন ও স্বতন্ত্র ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারা নিহিত আছে, যার তিনটি মাইলফলক আছে যা সাতটি বজ্রধ্বনির প্রতীক থেকে স্বতন্ত্র। অতএব, যখন আমরা বর্তমানে উন্মোচিত হতে থাকা

সেই গোপন ইতিহাসের সঙ্গে সাতটি বজ্রধ্বনির ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সম্পর্ক বিবেচনা করি, তখন দেখি যে সাতটি বজ্রধ্বনি চারটি মাইলফলক (সময়ের বিন্দু) উপস্থাপন করে এবং গোপন ইতিহাস তিনটি মাইলফলক (সময়ের বিন্দু) উপস্থাপন করে। গির্জাসমূহ, সীলমোহরসমূহ, তূর্যসমূহ ও বজ্রধ্বনিসমূহের মতোই, এই গোপন ইতিহাস তিনটি মাইলফলক উপস্থাপন করে, যা সাতটি বজ্রধ্বনির চারটি মাইলফলকের সঙ্গে সংযুক্ত। গোপন ইতিহাসেও একটি তিন-চার সমন্বয় বিদ্যমান।

সাতটি বজ্রধ্বনির মধ্যে অন্তর্নিহিত যে গুপ্ত ইতিহাস, সেখানে তিনটি স্বতন্ত্র মাইলফলক রয়েছে, যেগুলোর প্রত্যেকটি একটি 'সময়ের বিন্দু', এবং ঐ তিনটির প্রথম ও শেষটি একটি হতাশাকে প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম ও দ্বিতীয় মাইলফলকের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র 'সময়কাল' রয়েছে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সময়বিন্দুর মধ্যেও একটি স্বতন্ত্র 'সময়কাল' রয়েছে। "disappointment" শব্দটি মিস হওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর ধারণা থেকে বিকশিত হয়েছে এবং এর সংজ্ঞায় সময়ের একটি বিন্দুর ওপর জোর নিহিত আছে। মধ্যরাতও একটি নির্দিষ্ট সময়। গুপ্ত ইতিহাসটি দুটি সময়কাল—প্রতীক্ষার সময় এবং সপ্তম মাসের আন্দোলন—দ্বারা পৃথক তিনটি সময়বিন্দুর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে।

গোপন ইতিহাসের প্রথম মাইলফলক একটি হতাশাকে চিহ্নিত করে এবং শেষ মাইলফলকটিও একটি হতাশাকে চিহ্নিত করে। অতএব, প্রথম হতাশা থেকে শেষ হতাশা পর্যন্ত একটি গোপন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রেখা রয়েছে, যা সকল সংস্কাররেখার ন্যায় একই তিনটি ধাপ ধারণ করে। এটি আলফা ও ওমেগার ছাপও বহন করে, কারণ ‘সত্য’ শব্দটিকে গঠন করে এমন তিনটি অক্ষর সেই তিনটি মাইলফলকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যেগুলো একটি হতাশা দিয়ে শুরু হয়ে একটি হতাশাতেই শেষ হয়। সাতটি বজ্রধ্বনির মধ্যে নিহিত সেই গোপন ইতিহাসই সেই সত্য, যা যিহূদা গোষ্ঠীর সিংহ বর্তমানে উন্মোচন করছেন।

যোহনের যে অংশটি আমরা বিবেচনা করছি, তা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শেষ নৈশভোজ দিয়ে সূচিত হয়েছে, যা জোর দেয় যে এই চারটি অধ্যায়ের বার্তাটি খাদ্যরূপে গ্রহণ করার জন্য। সেই চারটি অধ্যায় গেথসেমানে অভিমুখে হাঁটা দিয়ে শেষ হয়। বর্ণনাটি ভোজের পর থেকে ক্রুশের সংকট শুরু হওয়া পর্যন্তের অগ্রযাত্রার মধ্যে ঘটে। ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে এই চারটি অধ্যায়ের প্রেক্ষাপট বিচারের আগে খাদ্যরূপে গ্রহণযোগ্য শেষ বার্তাটিকে চিহ্নিত করে। যে বার্তা বিচার সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়, সেটিই সেই বার্তা যা প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে বিচার সমাপ্ত হওয়ার ঠিক আগে সীলমুক্ত করা হয়।

শিষ্যরা ও যীশু ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের এমন এক পর্যায়ে আছেন, যেখানে তাদেরকে প্রতীক্ষাকালের কথা জানানো হচ্ছে। মিলারাইটদের ইতিহাসে প্রভু তাঁর হাত সরিয়ে নিয়েছিলেন যাতে মধ্যরাত্রির আর্তনাদের বার্তার উপলব্ধি জন্মায়, কিন্তু যে উপলব্ধি সামুয়েল স্নোর বার্তাকে জন্ম দিয়েছিল, সেটিই মিলারাইটদের এ কথাও জানিয়েছিল যে তারা দশ কুমারীর প্রতীক্ষাকালে রয়েছে। শিষ্যরা সদ্য শেষ নৈশভোজ গ্রহণ করেছিলেন, এবং যখন তারা বার্তাটি আত্মস্থ করছিলেন, তখন খ্রিষ্ট যোহনের চারটি অধ্যায়ে প্রতীক্ষাকাল ব্যাখ্যা করেছিলেন।

স্যামুয়েল স্নোর উপলব্ধি একটি প্রবন্ধমালায় নথিভুক্ত করা যায়; ওই প্রবন্ধগুলোই ‘মধ্যরাত্রির আহ্বান’ বার্তায় প্রতিফলিত চূড়ান্ত উপলব্ধিকে বিকশিত করেছিল। তার বার্তাটি যেমন বিকশিত হচ্ছিল, তিনি তেমনি ধারাবাহিক ক্যাম্প সভাতেও সেই বার্তা উপস্থাপন করছিলেন। ক্যাম্প সভার দিকে নিয়ে যাওয়া ওই প্রবন্ধমালাই শেষ পর্যন্ত

তাকে ছয় দনিব্যাপী এক্সটোর ক্যাম্প সভায় পৌঁছে দেয়। ভাববাণীমূলকভাবে 'মধ্যরাত্রির আহ্বান' বার্তাটি একটি সময়পর্বে ক্রমে বিকশিত হয়। যোহনের চারটি অধ্যায় সেই ভাববাণীমূলক ইতিহাসের অংশ, যেখানে এই বার্তাটি বিকশিত হচ্ছে।

যোহনের চারটি অধ্যায়ে আমরা পাই যে পবিত্র আত্মার কাজ তিনটি ধাপে সংজ্ঞায়িত হয়েছে: পাপ, ধার্মিকতা ও বিচার সম্পর্কে দোষী সাব্যস্ত করা। এই তিনটি ধাপই সাতটি বজ্রধ্বনির মধ্যে নিহিত গোপন ইতিহাসের তিনটি পথচিহ্নও।

> তবু আমি তোমাদের সত্য কথাই বলছি: আমি চলে যাওয়া তোমাদের জন্য উপকারী; কারণ আমি যদি না যাই, তবে সান্ত্বনাকারী তোমাদের কাছে আসবে না; কিন্তু আমি যদি যাই, আমি তাকে তোমাদের কাছে পাঠাব। আর যখন তিনি আসবেন, তিনি পাপ, ধার্মিকতা ও বিচার সম্বন্ধে জগতকে দোষী সাব্যস্ত করবেন: পাপ সম্বন্ধে—কারণ তারা আমার ওপর বিশ্বাস করে না; ধার্মিকতা সম্বন্ধে—কারণ আমি আমার পিতার কাছে যাচ্ছি, আর তোমরা আমাকে আর দেখবে না; বিচার সম্বন্ধে—কারণ এই জগতের অধিপতি বিচারিত হয়েছে। তোমাদের বলার মতো আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু এখন তোমরা সেগুলো গ্রহণ করতে পারবে না। তবে যখন তিনি—সত্যের আত্মা—আসবেন, তিনি তোমাদের সমস্ত সত্যের মধ্যে পথপ্রদর্শন করবেন; কারণ তিনি নিজে থেকে কিছু বলবেন না, বরং যা কিছু তিনি শুনবেন, তাই বলবেন; এবং তিনি তোমাদের ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা জানাবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন; কারণ তিনি যা আমার, তা থেকেই গ্রহণ করবেন এবং তা তোমাদের জানাবেন। যোহন ১৬:৭-১৪।

মিলারাইট ইতিহাসে, যীশু মিডনাইট ক্রাই-এর সময় প্রতীক্ষার সময়ের অবসান ঘটাতে ফিরে আসেননি। তিনি তাঁর হাত সরিয়ে নিলেন এবং পবিত্র আত্মা ঢেলে দিলেন বা প্রেরণ করলেন। সান্ত্বনাকারী হিসেবে পরিচিত পবিত্র আত্মা হতাশা দূর করতে এলেন। তিনি নিরীক্ষিতদের সান্ত্বনা দিতে এলেন, যারা এক ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে সৃষ্ট হতাশায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে প্রেরিত যোহন, ইজেকিয়েল এবং যিরমিয়—তিনজনকেই এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে তারা মুখে মধুর মতো মিষ্টি সেই ছোট বইটি খাচ্ছেন। এই তিন নবীর মধ্যে একটি ইচ্ছাকৃত পার্থক্য রয়েছে, যা প্রায়ই নজরে আসে না।

ইজেকিয়েলকে ব্যবহার করা হয়েছে তাঁদের চিত্রিত করতে, যারা ছোট পুস্তিকাটি খেয়েছিল এবং যাঁদের ঈশ্বরের ধর্মত্যাগী গির্জার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি বার্তা দেওয়া হয়েছে। ইজেকিয়েল দেখান যে খাওয়া পুস্তিকাটি পরে সম্পন্ন হওয়ার কাজটিকে চিহ্নিত করে। তিনি ঈশ্বরের পূর্বতন নিরীক্ষিত লোকদের দেওয়া বার্তার প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর বার্তাই পূর্বতন নিরীক্ষিত লোকদের আগুনের জন্য নির্ধারিত গুচ্ছগুলিতে বেঁধে দেয়। যোহনের চারটি অধ্যায়ে যীশু ইজেকিয়েলের কাজের উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেন।

> আমি তোমাদের যে কথা বলেছি তা স্মরণ করো: দাস তার প্রভুর চেয়ে বড় নয়। তারা যদি আমাকে নির্যাতন করে থাকে, তবে তোমাদেরও নির্যাতন করবে; যদি তারা আমার বাক্য পালন করে থাকে, তবে তোমাদের কথাও পালন করবে। কিন্তু আমার নামের কারণে তারা তোমাদের ওপর এই সবই করবে, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে তারা চেনে না। যদি আমি না আসতাম এবং তাদের সঙ্গে কথা না বলতাম, তবে তাদের পাপ থাকত না; কিন্তু এখন তাদের পাপের জন্য কোনো অজুহাত নেই। যে আমাকে ঘৃণা করে, সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে। যদি আমি তাদের মধ্যে এমন কাজ না করতাম যা আর কোনো মানুষ

> করেনি, তবে তাদের পাপ থাকত না; কিন্তু এখন তারা দেখেছে এবং আমাকেও, আমার পিতাকেও ঘৃণা করেছে। কিন্তু এটা ঘটেছে, যাতে তাদের ব্যবস্থায় লেখা সেই বাক্যটি পূর্ণ হয়: 'কারণ ছাড়াই তারা আমাকে ঘৃণা করেছে।' কিন্তু যখন সহায়ক আসবেন, যাকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠাব—অর্থাৎ সত্যের আত্মা, যিনি পিতার কাছ থেকেই আসেন—তিনি আমার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবেন। যোহন ১৫:২০-২৬।

ইজেকিয়েলের কাজ, যা শুরু হয়েছিল যখন তিনি গ্রন্থটি খেয়েছিলেন, এমন এক বার্তার উপস্থাপনাকে প্রতীকায়িত করে যা প্রত্যাখ্যাত হবে; কিন্তু সেই প্রত্যাখ্যানই প্রমাণ যে তারা ঈশ্বরকে ঘৃণা করে এবং তাদের পরীক্ষাকালের পেয়ালা পুরোপুরি পূর্ণ করে ফেলেছে।

> তিনি আমাকে বললেন, হে মানুষপুত্র, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছে, এক বিদ্রোহী জাতির কাছে পাঠাচ্ছি, যারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে; তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষেরা আজ পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। কারণ তারা ধৃষ্ট সন্তান এবং কঠোরহৃদয়। আমি তোমাকে তাদের কাছে পাঠাচ্ছি; আর তুমি তাদের বলবে, 'প্রভু ঈশ্বর এই কথা বলেন।' আর তারা, শুনুক বা শুনতে অস্বীকার করুক (কারণ তারা বিদ্রোহী গৃহ), তবুও তারা জানবে যে তাদের মধ্যে একজন নবী ছিল। ইজেকিয়েল ২:৩-৫।

ইজেকিয়েলের কাজ ছিল প্রাক্তন চুক্তিবদ্ধ জাতির বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে, যেমন তর্কপ্রবণ ইহুদিদের বিরুদ্ধে খ্রিস্ট ছিলেন; অতএব ইজেকিয়েলের বার্তাই সেই চূড়ান্ত সতর্কবার্তা, যা প্রাক্তন চুক্তিবদ্ধ জাতিকে আগাছার মতো এক গাঁটে বেঁধে ধ্বংসের আগুনে পোড়াবার জন্য সঁপে দেয়।

> তখন আমি তৃতীয় স্বর্গদূতকে দেখলাম। আমার সহচর স্বর্গদূত বললেন, 'ভয়ঙ্কর তাঁর কাজ। ভয়াবহ তাঁর দায়িত্ব। তিনি সেই স্বর্গদূত যিনি আগাছার মধ্য থেকে গমকে বেছে নেবেন, এবং স্বর্গীয় গোলার জন্য গমকে মোহরিত করবেন, অথবা বেঁধে রাখবেন। এই বিষয়গুলি সমগ্র মন, সমগ্র মনোযোগকে গ্রাস করা উচিত।' Early Writings, 118.

হাতে একটি ছোট গ্রন্থ নিয়ে পরাক্রমশালী স্বর্গদূত অবতীর্ণ হলে ছোট গ্রন্থটি খাওয়ার দ্বারা উপস্থাপিত কাজটি শুরু হয়। প্রথম স্বর্গদূতের ইতিহাসে এটি ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ সংঘটিত হয়েছিল, এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসে এটি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ ঘটেছিল। উভয় তারিখই ক্রমানুসারে দ্বিতীয় দুর্ভোগ-সম্পর্কিত ইসলামের এবং তৃতীয় দুর্ভোগ-সম্পর্কিত ইসলামের সঙ্গে জড়িত ভবিষ্যদ্বাণীর পূরণ নির্দেশ করে। এই কারণেই যিশাইয়া তাঁর বইয়ের বাইশতম অধ্যায়ে ফিলাদেলফীয়দের এবং লাওদিকীয়দের জন্য দর্শনের উপত্যকার সঙ্কট বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে ১৮৪০ সালে প্রোটেস্ট্যান্টধর্মের নির্বাচিত জনগণ এবং ২০০১ সালে অ্যাডভেন্টিজমের নির্বাচিত জনগণ—যাদের তিনি লাওদিকীয় বলে চিহ্নিত করেন—"তীরন্দাজদের দ্বারা বাঁধা" হয়েছিল। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে তীরন্দাজ বলতে ইসলামকে বোঝায়, এবং ১৮৪০ ও ২০০১ সালে ইসলামের দর্শন পূর্ণ হলে, ইজেকিয়েল দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃতদের উপস্থাপিত ইসলামের সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্বতন নির্বাচিত জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। তখনই তারা আগাছা হিসেবে বাঁধা পড়ে। ইজেকিয়েলের কাজ ছিল তাদের পাপকে ঢেকে রাখা "আবরণ" অপসারণ করা, যা যীশু ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

> দর্শনের উপত্যকার ভার। এখন তোমার কী হয়েছে, যে তুমি সম্পূর্ণভাবে বাড়ির ছাদগুলোর ওপর উঠে গেছ? তুমি যে কোলাহলে ভরা, এক অশান্ত নগর, এক আনন্দমুখর নগর: তোমার নিহতেরা তলোয়ার দ্বারা নিহত হয়নি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরেওনি। তোমার সব

> শাসক একসঙ্গে পালিয়েছে; তারা ধনুর্ধরদের দ্বারা বন্দী হয়েছে; তোমার মধ্যে যাদের পাওয়া গেছে—যারা দূর থেকে পালিয়ে এসেছিল—তারা সবাই একত্রে বাঁধা। ইশাইয়া ২২:১-৩।
>
> আর ঈশ্বর ছেলেটির [ইশ্মায়েল] সঙ্গে ছিলেন; সে বড় হলো, মরুভূমিতে বাস করল এবং তীরন্দাজ হলো। উৎপত্তি ২১:২০।
>
> যেখানে দর্শন নেই, সেখানে লোকেরা নাশ হয়; কিন্তু যে বিধি পালন করে, সে সুখী। নীতিবচন ২৯:১৮।

যিরমিয় তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা সেই সময় পুস্তকটি ভক্ষণ করেছিল, যখন পরাক্রান্ত স্বর্গদূত অবতরণ করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মহিমায় পৃথিবীকে আলোকিত করা, কিন্তু যারা ১৮৪৩ সালের ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য হতাশা অনুভব করেছিল। যিরমিয় ভাববাদীভাবে বিবেচনা করেন, ঈশ্বর মিথ্যা বলেছিলেন কি না। সেই উল্লেখটি যিরমিয়কে হাবাক্কূক দুই অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করে।

> আমি আমার প্রহরাস্থলে দাঁড়াব, এবং দুর্গের মিনারে উঠে অবস্থান নেব; আমি লক্ষ্য করব তিনি আমাকে কী বলেন, এবং তিনি যখন আমাকে তিরস্কার করবেন, তখন আমি কী উত্তর দেব। আর সদাপ্রভু আমাকে উত্তর দিলেন ও বললেন, দর্শনটি লিখি, এবং তা ফলকসমূহের উপর স্পষ্ট করে লিখ, যাতে যে পড়ে সে দৌড়াতে পারে। কারণ দর্শনটি এখনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিন্তু শেষে তা কথা বলবে এবং মিথ্যা বলবে না; তা যদি বিলম্ব করে, তার জন্য অপেক্ষা কর; কারণ তা অবশ্যই আসবে, বিলম্ব করবে না। দেখ, যার প্রাণ গর্বে ফুলে উঠেছে, তার মধ্যে সৎতা নেই; কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি তার বিশ্বাসে বাঁচবে। হাবাক্কূক ২:১-৪।

মধুরতা ও তিক্ত হতাশা যাঁরা অভিজ্ঞতা করেছিলেন, তাঁদের প্রতীক হিসেবে জনকে ব্যবহার করা হয়েছিল, এভাবে ১১ আগস্ট, ১৮৪০ থেকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত সমগ্র ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল।

> আমি স্বর্গদূতের কাছে গিয়ে তাকে বললাম, 'ছোট পুস্তকটি আমাকে দাও।' তিনি আমাকে বললেন, 'এটি নাও, এবং খেয়ে ফেল; এটি তোমার উদরকে তিক্ত করবে, কিন্তু তোমার মুখে মধুর মতো মিষ্টি হবে।' তখন আমি স্বর্গদূতের হাত থেকে ছোট পুস্তকটি নিয়ে খেয়ে ফেললাম; এবং তা আমার মুখে মধুর মতো মিষ্টি ছিল; কিন্তু আমি তা খেতেই আমার উদর তিক্ত হয়ে গেল। প্রকাশিত বাক্য ১০:৯, ১০।

ইজেকিয়েল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তা উপস্থাপনের সেই কাজের প্রতিনিধিত্ব করেন, যা পূর্বতন নির্বাচিত জনগণকে বন্ধ করে দেয় এবং যা শুরু হয়েছিল যখন স্বর্গদূত ১১ আগস্ট, ১৮৪০ ও ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ অবতরণ করেছিলেন।

> কিন্তু তুমি, হে মনুষ্যপুত্র, আমি তোমাকে যা বলি তা শোন; সেই বিদ্রোহী গৃহের মতো বিদ্রোহী হয়ো না; তোমার মুখ খোলো, এবং আমি যা দিই তা খাও। আর যখন আমি তাকালাম, দেখ, আমার দিকে একটি হাত বাড়ানো হলো; এবং দেখ, তার মধ্যে একটি গ্রন্থের চর্মপত্র ছিল; আর তিনি তা আমার সামনে মেলে ধরলেন; এবং তাতে ভেতরের ও বাইরের দিকে লেখা ছিল; আর তাতে লেখা ছিল বিলাপ, শোক ও দুর্বিপাক। তিনি আরও আমাকে বললেন, হে মনুষ্যপুত্র, যা পাও তা খাও; এই চর্মপত্র খাও, এবং ইস্রায়েলের গৃহের কাছে গিয়ে কথা বলো। অতএব আমি আমার মুখ খুললাম, আর তিনি আমাকে সেই চর্মপত্র খাইয়ে দিলেন। আর তিনি আমাকে বললেন, হে মনুষ্যপুত্র, পেট ভরে খাও, এবং আমি যে চর্মপত্র তোমাকে দিচ্ছি তা দিয়ে তোমার অন্তঃস্থল পূর্ণ করো। তখন

> আমি তা খেলাম; আর তা আমার মুখে মধুর মতো মিষ্টি ছিল। ইজেকিয়েল ২:৮-৩:৩।

যিরমিয়া ১১ আগস্ট, ১৮৪০ থেকে মধ্যরাতের আর্তনাদের ঠিক আগে পর্যন্ত ইতিহাসকে উপস্থাপন করে।

> তোমার বাক্যগুলি আমি পেয়েছিলাম, আর আমি সেগুলো খেয়েছি; আর তোমার বাক্য আমার হৃদয়ের আনন্দ ও উল্লাস হয়েছে; কারণ, হে সেনাবাহিনীর সদাপ্রভু ঈশ্বর, আমি তোমার নামে ডাকা হয়েছি। আমি বিদ্রূপকারীদের সমাবেশে বসিনি, আনন্দও করিনি; তোমার হাতের কারণে আমি একা বসেছিলাম, কারণ তুমি আমাকে ক্ষোভে পূর্ণ করেছ। আমার যন্ত্রণা কেন চিরস্থায়ী, আর আমার ক্ষত কেন অনারোগ্য, যা আরোগ্য হতে অস্বীকার করে? তুমি কি একেবারে আমার কাছে মিথ্যাবাদীর মতো হবে, আর শুকিয়ে যাওয়া জলধারার মতো? অতএব সদাপ্রভু এভাবে বলেন, তুমি যদি ফিরো, আমি তোমাকে আবার ফিরিয়ে আনব, আর তুমি আমার সামনে দাঁড়াবে; আর যদি তুমি নীচের মধ্য থেকে মূল্যবানকে বের করে আনো, তবে তুমি আমার মুখের মতো হবে; তারা যেন তোমার কাছে ফিরে আসে, কিন্তু তুমি তাদের কাছে ফিরে যেয়ো না। আর আমি তোমাকে এই লোকদের বিরুদ্ধে এক অভেদ্য পিতলের প্রাচীর করব; তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না; কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি, তোমাকে রক্ষা ও উদ্ধার করতে, সদাপ্রভু বলেন। আর আমি তোমাকে দুষ্টদের হাত থেকে উদ্ধার করব, এবং ভয়ংকরদের হাত থেকে মুক্ত করব। যিরমিয় ১৫:১৬-২১।

যিরমিয়াহ আমাদের বর্তমান ইতিহাস ও বার্তার প্রতিনিধিত্ব করেন। বর্তমান বার্তাটি হলো 'মিডনাইট ক্রাই' বার্তা, যা ধাপে ধাপে বিকশিত হচ্ছে এমন এক পর্যায়ে, যখন যিরমিয়াহ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত ঈশ্বরের লোকেরা 'ক্ষোভে' 'পরিপূর্ণ' হয়ে এই ভেবে আছে যে তাদের 'বেদনা' হবে 'চিরস্থায়ী' এবং তাদের 'ক্ষত আরোগ্যহীন',—একটি ক্ষত যা কখনোই সুস্থ হবে না। তারা 'উপহাসকারীদের সমাবেশ' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তারা আর 'আনন্দ' করে না, যেমন করেছিল যখন তারা প্রথমবার বইটি খেয়েছিল এবং সেটি ছিল তাদের 'হৃদয়ের' 'আনন্দ'।

কিন্তু ঐ অবস্থায় যারা আছে, তাদের জন্য উপদেশ আছে। "যদি তুমি ফিরে আসো" এবং আরও "যদি তুমি নিকৃষ্টের মধ্য থেকে মূল্যবানটিকে বের করে আনো" তবে ঈশ্বর তাদের কাছে ফিরে আসবেন। হিব্রু ভাষায় উক্ত অংশের "আমি তোমাকে আবার ফিরিয়ে আনব" বাক্যটির অর্থ হলো, তারা যদি তাঁর কাছে ফিরে আসে, ঈশ্বর তাদের কাছে ফিরে আসবেন।

> অতএব ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করো। শয়তানকে প্রতিরোধ করো, আর সে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। ঈশ্বরের নিকটে এসো, আর তিনি তোমাদের নিকটে আসবেন। হে পাপীরা, তোমাদের হাত শুচি করো; আর হে দ্বিমনা ব্যক্তিরা, তোমাদের হৃদয় শুদ্ধ করো। দুঃখ করো, শোক করো, ও কাঁদো; তোমাদের হাসি শোকে, আর তোমাদের আনন্দ বিষাদে পরিণত হোক। প্রভুর সম্মুখে নিজেদের নম্র করো, আর তিনি তোমাদের উচ্চে তুলবেন। যাকোব ৪:৭-১০।

যদি তারা ঈশ্বরের কাছে আসে, তিনিও তাদের কাছে আসবেন। যদি তারা এসব কাজ করে, তবে তারা প্রভুর "সামনে দাঁড়াবে" এবং তারা হবে ঈশ্বরের "মুখ"। অধিকন্তু তিনি যিরমিয়াহকে (আমাদের) নির্দেশ দেন যে তিনি তাঁর জনগণকে "দুষ্টদের জন্য" একটি "বেষ্টিত পিতলের প্রাচীর" করবেন; এবং পরবর্তীতে "ভয়ংকররা" যিরমিয়াহ দ্বারা প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবে। "দুষ্টরা" হলো মথির মূর্খ কুমারীদের দানিয়েলের প্রতিনিধিত্ব। "ভয়ংকররা" রবিবার আইন সংকটের সময় আধুনিক বাবিলের ত্রিবিধ ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করে।

তিন নবীর সাক্ষ্যসমূহ সবই একই ইতিহাস নিয়ে কথা বলে, কিন্তু তারা ওই একই ইতিহাসের তিনটি ভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। যিরমিয়াহ প্রতিনিধিত্ব করেন তাদের, যারা সদ্য প্রথম হতাশার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও মধ্যরাত্রির আহ্বানের মাইলফলকে পৌঁছেনি। ১৮ জুলাই, ২০২০ থেকে আমরা এই অবস্থাতেই আছি। প্রশ্ন হলো, আমরা ফিরব কি না। যদি ফিরি, তবে যখন যুক্তরাষ্ট্র "ড্রাগন" হিসেবে "কথা বলবে", ঠিক সেই সময়েই আমরা প্রভুর পক্ষ হয়ে "কথা বলব"।

যিরমিয় যে ইতিহাসটি তুলে ধরেছেন, সেটিই আমাদের বর্তমান ইতিহাস, এবং সেটিই সাতটি বজ্রধ্বনির মধ্যে নিহিত তিনটি গোপন পথচিহ্ন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা ইতিহাস। এটি সেই ইতিহাসও, যেখানে যোহনের সুসমাচারের উক্ত অংশটি ভাববাণীমূলকভাবে স্থাপিত; কারণ যোহনের সুসমাচারের চারটি অধ্যায়ের মূল জোর হলো পবিত্র আত্মার সেই কার্য, যেখানে তিনি যিরমিয়াকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—যিনি প্রশ্ন করছেন, তিনি কি মিথ্যাকে বিশ্বাস করছেন, এবং যে বার্তাটি স্বাদে এত মধুর ছিল, তা কি আসলে ব্যর্থ জলধারা ছিল।

অতএব, যিরমিয় ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ থেকে ১৮ জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত ইতিহাসকে উপস্থাপন করেন; ওই দিনই বিলম্বের সময় শুরু হয়েছিল, যা পরবর্তী সাড়ে তিন প্রতীকী দিনের দ্বারা নির্দেশিত। আমি যখন 'প্রতীকী' বলি, আমি কোনো সময়-ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলছি না। আমি বলছি, ১৮ জুলাই, ২০২০-ই সেই সময়, যখন দুই সাক্ষী—বাইবেল এবং ভাববাণীর আত্মা—বধ করা হয়েছিল এবং প্রকাশিত বাক্য ১১-এ তাদের মৃতদেহ সাড়ে তিন দিন রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছিল।

> আর আমি আমার দুই সাক্ষীকে ক্ষমতা দেব, এবং তারা শোকবস্ত্র পরিহিত হয়ে এক হাজার দুই শত ষাট দিন ভবিষ্যদ্বাণী করবে। এরা হলো দুই জলপাই গাছ এবং দুই দীপাধার, যারা পৃথিবীর ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর যদি কেউ তাদের ক্ষতি করতে চায়, তবে আগুন তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এসে তাদের শত্রুদের গ্রাস করবে; এবং যদি কেউ তাদের ক্ষতি করতে চায়, তবে এইভাবেই তাকে নিহত হতে হবে। তাদের আকাশ বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে, যাতে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর দিনগুলিতে বৃষ্টি না হয়; এবং জলকে রক্তে পরিণত করার ক্ষমতা আছে, এবং তারা যতবার ইচ্ছা সব রকমের বালায় পৃথিবীকে আঘাত করতে পারে। আর যখন তারা তাদের সাক্ষ্য সমাপ্ত করবে, তখন অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা পশু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাদের পরাস্ত করবে, এবং হত্যা করবে। আর তাদের মৃতদেহ সেই মহাশহরের রাস্তায় পড়ে থাকবে, যা আত্মিক অর্থে সদোম ও মিশর নামে পরিচিত, যেখানে আমাদের প্রভুও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। আর জনগণ, গোত্রসমূহ, ভাষাসমূহ ও জাতিসমূহের লোকেরা সাড়ে তিন দিন ধরে তাদের মৃতদেহ দেখবে, এবং তাদের মৃতদেহ কবর দেওয়া হতে দেবে না। আর পৃথিবীতে বসবাসকারী লোকেরা তাদের জন্য আনন্দ করবে, উল্লাস করবে, এবং পরস্পরে উপহার পাঠাবে; কারণ এই দুই নবী পৃথিবীতে বসবাসকারী লোকদের যন্ত্রণা দিয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য ১১:৩-১০।

যিরমিয়ার অবস্থার দ্বারা প্রদত্ত সাক্ষ্যটি হতাশার পরবর্তী, কিন্তু মধ্যরাত্রির আহ্বানের পূর্ববর্তী পর্যায়ে স্থাপিত। মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তার কণ্ঠস্বর হতে পারার আগে যিরমিয়াকে ফিরে আসতে হয়েছিল। এটাই আজ আমাদের অবস্থা। এটি আমরা যে যোহনের চারটি অধ্যায় বিবেচনা করছি তারও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, এবং এটিই সাত বজ্রধ্বনির মধ্যে নিহিত গোপন ইতিহাস দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত ইতিহাসও।

যদি আমরা যোহনের চার-অধ্যায়ের সাক্ষ্যে “সান্ত্বনাকারী”-এর সঙ্গে সম্পর্কিত আলো বিবেচনা করি, তবে আমরা প্রচুর প্রমাণ পাই যে বর্ণনাটি ১৮ জুলাই, ২০২০, হতাশা ও

অপেক্ষাকাল, উন্মোচিত মধ্যরাত্রির হাঁকের বার্তা, এবং রবিবারের আইনের আসন্ন বিচার সম্পর্কে। অধ্যায়গুলো লুকানো ইতিহাসের ভাববাদী কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

যদি আমরা শীঘ্র আসন্ন সঙ্কটে ঈশ্বরের মুখপাত্র হতে চাই, তবে এখন আমাদের কাজ হলো 'নিকৃষ্ট থেকে মূল্যবানটিকে আলাদা করে বের করে আনা'; অথবা, যেমন যাকোব একই কাজকে চিহ্নিত করেছেন, আমাদের উচিত এইভাবে চলা: 'হে পাপীরা, তোমরা তোমাদের হাত পরিশুদ্ধ কর; আর হে দ্বিচিত্তেরা, তোমাদের হৃদয় শুদ্ধ কর। ক্লেশ ভোগ কর, শোক কর, কেঁদে ওঠ; তোমাদের হাসি শোকে পরিণত হোক, আর আনন্দ বিষাদে। প্রভুর সম্মুখে নিজেদের দীন কর, এবং তিনি তোমাদের উত্তোলন করবেন'—খুব নিকট ভবিষ্যতে একটি পতাকার মতো।

> তিনি জাতিসমূহের জন্য একটি পতাকা স্থাপন করবেন, ইস্রায়েলের বিতাড়িতদের সমবেত করবেন, এবং পৃথিবীর চার প্রান্ত থেকে যিহূদার বিক্ষিপ্তদের একত্র করবেন। ইশাইয়া ১১:১২।

এই চারটি অধ্যায়ের ওপর আমাদের পর্যালোচনা আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে সমাপ্ত করব।